Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৯ নভেম্বর, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা ১৮ নভেম্বর, ২০১৯, সোমবার, ১ অগ্রহায়ণ, ১৪২৬

চিত্তরঞ্জন থেকে কলকাতা লংমার্চ

৮ জানুয়ারি সারাভারত শ্রমিক ধর্মঘটকে সফল করতে হবে : আভাস রায়চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুসকরা, ১৭ নভেম্বর : শিল্প ও শ্রমিককে বাঁচানোই শুধু নয়, দেশকে বাঁচানোর জন্যই সমস্ত শ্রমিক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধভাবে চিত্তরঞ্জন থেকে কলকাতা লংমার্চ এবং ৮ জানুয়ারি সারাভারত শ্রমিক ধর্মঘটকে সফল করতে হবে। পানাগড় শিল্পতালুক সংলগ্ন ধরলায় শ্রমিক কনভেনশনে এই আহ্বান জানান সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আভাস রায়চৌধুরী। গুসকরা পশ্চিম এরিয়া সি.আই.টি.ইউ-র এই জমায়েতে কোটা, দেবশালা, এড়াল, ভাল্কি, রামনগর, আউশগ্রাম, দিগনগর-২ অঞ্চলের শ্রমিকরা হাজির ছিলেন।

বামফ্রন্ট আমলে নতুন শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে পানাগড় শিল্প তালুক গড়ে তোলা হয়। ৩২০০ একর জমি এলাকার কৃষকেরা স্বেচ্ছায় সরকারের হাতে তুলে দেন। সার, সিমেন্ট সহ শিল্প কারখানা গড়ে উঠলেও সব চালু হয়নি। বেকারদের চাকুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও পালন করেনি বর্তমান তৃণমূল সরকার। আবার কেন্দ্রীয় সরকারেরও শিল্প চালু রাখা বা নতুন শিল্প তৈরিতে কোনো হেলদোল নেই। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করছে না তৃণমূল বা বিজেপি সরকার।

গোরাচাঁদ শ্যাম, বুদ্ধেশ্বর বাগ্দী নামাঙ্কিত মঞ্চে শ্রমিকনেতা রায়চৌধুরী রাজ্য ও দেশকে বাঁচানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন—শুধু এই এলাকায় নয়, গোটা বর্ধমান জেলার শিল্পাঞ্চলে হাহাকার তৈরি হয়েছে। ডি.এসপি, এ.এস.পি-কে কেন্দ্রীয় সরকার বন্ধ করে

—এরপর চারের পাতায়

ঐক্য এবং সংগ্রামের বার্তা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্মেলনে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ নভেম্বর : বর্ধমানের কর্মচারী ভবনের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হল রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বর্ধমান জেলা শাখার ১৯তম সম্মেলন। অবিভক্ত বর্ধমান জেলার ৩৮৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎ দাসের পেশ করা সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনা করেন ৪৩ জন প্রতিনিধি। সুকুমার পাল, রীনা কোনার, নারায়ণ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত সম্পাদকমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন রাজ্য সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। বক্তা প্রতিনিধিদের সামনে তাঁর বিস্তৃত ভাষণে আজকের বিশ্ব পরিস্থিতি, দেশের পরিস্থিতি এবং রাজ্যের পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেন। সারা বিশ্ব এক কঠিন অসুখের মুখোমুখি। মানুষ জীবন জীবিকার লড়াইকে স্বচ্ছভাবে মোকাবিলা করতে না পেরে অর্থনৈতিক অসাংবিধানিক কাজে লিপ্ত হচ্ছে। দক্ষিণপন্থা মাথাচাড়া দিচ্ছে। পিছিয়ে

—এরপর চারের পাতায়

কনভেনশন থেকে দেশ বাঁচানোর ডাক

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ নভেম্বর : কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন, বিভিন্ন গণসংগঠন এবং ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে একটি কনভেনশনে লং-মার্চ ও ৮ জানুয়ারি ধর্মঘট সফল করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। টাউনহলে অনুষ্ঠিত এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন বিভিন্ন গণসংগঠন ও কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত কোঙার, উদয় সরকার, অঞ্জন চ্যাটার্জী, প্রণব আইচ, সজল রাজা, নন্দলাল পণ্ডিত, মহঃ আলি মণ্ডল প্রমুখ। কনভেনশন পরিচালনা করেন অঞ্জন চ্যাটার্জী, বাসুদেব সেনগুপ্ত, অরুণ চ্যাটার্জী, জহর আলি প্রমুখ।

চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৯

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : বর্ধমান চলচ্চিত্র চর্চা কেন্দ্রের উদ্যোগে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ, পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন, বর্ধমান পৌরসভা এবং এফ.এফ.এস.আই-এর সহযোগিতায় আগামী ১৯-২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২১তম বর্ধমান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৯। সংস্কৃতি লোকমঞ্চে প্রতিদিন ছবি দেখানো শুরু হবে সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে। এছাড়া গান্ধী ছবির বিশেষ প্রদর্শনী হবে ২২ নভেম্বর দুপুর ৩টায় সংস্কৃতি লোকমঞ্চে। ২৩ নভেম্বর ভারতীয় সিনেমা বিষয়ক আলোচনাসভা ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শনী হবে জেলা পরিষদের অঙ্গীকার হলে। সংস্কৃতি লোকমঞ্চে 'পথের পাঁচালী' বিষয়ক প্রদর্শনী থাকবে।

লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০১৯

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : আগামী ২২ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর বর্ধমান টাউনহল প্রাঙ্গণে বর্ধমান লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০১৯ অনুষ্ঠিত হবে। এই মেলায় গত বছরের ন্যায় বহু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশকরা অংশগ্রহণ করবেন। বিশেষ আকর্ষণ, মেলায় নতুন ও পুরাতন ম্যাগাজিনের দেখা মিলবে।

এনআরসি'র প্রতিবাদে মিছিল ও সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসি, ৮ নভেম্বর : গতকাল নভেম্বর বিপ্লব স্মরণে সিপিআই(এম) গলসি ১ নং এরিয়া কমিটির উদ্যোগে উচ্চগ্রামে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হোসেন, রেজ্জাক মণ্ডল, হারাধন ঘোষ এবং সইদুল হক। বক্তারা সকলেই এনআরসি'র বিরুদ্ধে, বিজেপি-তৃণমূল ঘৃণ্য আঁতাতের বিরুদ্ধে, সমস্ত মানুষকে এক হবার আহ্বান জানান। সভাপতিত্ব করেন কমল সরকার। এছাড়া এদিন এনআরসি'র বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে পাত্রহাটি থেকে আদড়াহাটি একটি বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আদড়াহাটি, মহড়া, কৈতাড়া, পাথরহাটি, ইড়কোনা, ভারিচা সহ বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে মানুষ যোগ দেয় এই মিছিলে। গলসি ২ নং ব্লকের আদড়াহাটি বাসস্ট্যান্ডে এদিন একটি বিশাল জনসভাও অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক ও সিপিআই(এম)-এর রাজ্য কমিটির সদস্য সৈয়দ হোসেন ও সিপিআই(এম) নেতা রেজ্জাক মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন কমল সরকার, কাজি জাফর আলি, সাইফুল হক প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শিশির কেশ।

বাদাই গান আবার ফিরে এলো

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ নভেম্বর : বাংলার প্রাচীন লোকসংস্কৃতির অন্যতম হল বাদাই গান। বাদাই গান একসময় বাংলার মানুষকে মাতিয়ে রাখতো। বাদাই লোকসংস্কৃতি মানুষের অন্তর দখল করে রেখেছিল অনেকটাই। গ্রাম বাংলাতে আধুনিকতার ছোঁওয়ায় অবলুপ্তি ঘটে বাদাই গানের। কিন্তু সেই প্রাচীন লোক সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের মন্তেশ্বরের একদল সংস্কৃতিমনস্ক যুবক। কার্তিক পুজোর প্রাক্কালে বাদাই গানের আসর ঘিরে এখন মাতোয়ারা হয়ে উঠেছে মন্তেশ্বরের পিপলন গ্রাম পঞ্চায়েতের করন্দা গ্রাম। করন্দা যুব কিশোর সংঘের তরুণ সদস্যরা বাদাই গানের জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারে উদ্যোগী হয়েছেন। সংঘের সম্পাদক রাজীব মুখোপাধ্যায় বলেন, দুদিন ধরে বেশ কয়েকটি শিল্পীদল বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে বাদাই গান পরিবেশন করে চলেছে। অভিনয়ের ঢঙে শিল্পীদের মন মাতানো গান শুনতে সর্বত্র অনুরাগীদের ভিড় উপচে পড়ছে। বাদাই গান শুধুমাত্র বিনোদনই নয়, এর সঙ্গে থাকে লোকশিক্ষা। অবলুপ্তির পথে চলে যেতে বসা প্রাচীন এই লোকসংস্কৃতি ফিরিয়ে আনায় খুশি এলাকার মানুষ।

বর্ধমান বইমেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ নভেম্বর : ৪২ বর্ষ বর্ধমান বইমেলা শুরু হচ্ছে ২৯ নভেম্বর, চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এবছর মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ, 'উদ্বোধন' পত্রিকার ব্যবস্থাপক সম্পাদক স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অনীশ দেব। এবছরও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কলকাতা বইমেলার সভাপতি ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, সভাধিপতি শম্পা ধাড়া, জেলাশাসক বিজয় ভারতীয় প্রমুখ।

এবছরে দেবপ্রসন্ন পুরস্কার পাচ্ছেন আউশগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুজিত চট্টোপাধ্যায়। আউশগ্রামের প্রান্তিক অংশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনা পারিশ্রমিকে লেখাপড়া শেখানের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন। মেলার প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। প্রায় শতাধিক প্রকাশনা ও পুস্তক বিপণী অংশ নিচ্ছে বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষে নিরুপম চৌধুরী জানিয়েছেন। ১ ডিসেম্বর মেলার মঞ্চে প্রদান করা হবে 'চিত্ত ভট্টাচার্য' ও 'অভিযান' সাহিত্য সম্মান। এবারে এই সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্য গবেষক ড. রফিকুল ইসলাম। সমীরণ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মানে সম্মানিত হচ্ছেন মহঃ আয়ুব হোসেন। মৈনাক শিল্প কৃষ্টি সম্মান এবছর চালু হচ্ছে প্রয়াত মনোবিদ ও সাহিত্যিক মৈনাক মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে। এবারে সম্মানিত হচ্ছেন

—এরপর চারের পাতায়

নতুন চিঠি

১৮ নভেম্বর, ২০১৯

বিপন্ন ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র

এবার নাগরিকত্ব বিল। দেশজুড়ে বেআইনী অভিবাসী চিহ্নিত করার কাজ শুরু হতে চলেছে, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট। বিরোধীদের আশঙ্কা কাশ্মীরের ৩৭০ নং ধারা বাতিল, রামমন্দিরের পরে নাগরিকত্ব আইন বিজেপি'র পরবর্তী জিগির। বিতর্কিত এই বিলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে আসা অ-মুসলিম অভিবাসীদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেবার ব্যবস্থা থাকবে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব বিল সংশোধন করে হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সি, খ্রিস্টান প্রভৃতি 'বেআইনি অভিবাসীদের' ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবার শর্ত শিথিল করা হচ্ছে। চলতি নাগরিকত্ব আইনে ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করলে আবেদনকারীকে গত ১৪ বছরের মধ্যে ১১ বছর ভারতে থাকতে হয়। শেষ ১২ মাস একটানা থাকতে হবে নিয়ম আছে। নতুন সংশোধনীতে ১১ বছর কমিয়ে ৬ বছর করা হচ্ছে। উক্ত তিন প্রতিবেশী দেশ থেকে এলেই একমাত্র এই শর্ত কার্যকরী হবে। পাশাপাশি নির্দিষ্টভাবে মুসলিম অভিবাসীরা এই সুযোগ পাবেন না। বর্তমান নিয়মে ভারতে জন্ম, পিতামাতা ভারতীয়, অথবা উক্ত নির্দিষ্ট সময় থাকা আবেদনকারী ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে পারেন। তবে বেআইনিভাবে আসা অভিবাসীরা এই সুযোগ পাব না। 'বেআইনি' বলতে বোঝানো হয় যারা পাসপোর্ট, ভিসার মতো বৈধ নথি নিয়ে ঢুকলেও নির্দিষ্ট মেয়াদের বেশি ভারতে থেকে গেছেন। বিজেপি'র বক্তব্য ওই তিন প্রতিবেশী দেশ থেকে আসা অভিবাসীদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কারণ সেখানে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা 'ধর্মীয় পরিচিতির কারণে হয়রানির শিকার'। এই তিন দেশ মুসলিম সংখ্যাগুরু দেশ হওয়ায় অ-মুসলিমদের এই সুযোগ দেওয়া হবে।

আসামে ইতিমধ্যে এনআরসি'র চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশিত হয়ে গেছে। সেই তালিকায় যারা বাদ পড়েছেন, তাদের মধ্যে ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে এই বিলের দ্বারা বিভাজন করা হবে বলে বিজেপি সরাসরিই জানাচ্ছে। তারা বলছে, তালিকায় বাদ-পড়া হিন্দুদের নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনীর সুযোগ দিয়ে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে ভারতে থাকা অভিবাসীদের একাংশকে এইভাবে নাগরিকত্বের সুযোগ দেওয়া এবং অন্য অংশকে না দেওয়া স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক কর্মসূচি। বোঝা যাচ্ছে মুসলিম-বিরোধী অভিযান শুরু করার নামে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের হয়রানির নতুন পর্ব শুরু হতে চলেছে। এতে ভারত রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মেরুকরণের রাজনীতি বন্ধ করতে হবে : নেতৃবৃন্দ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৩ নভেম্বর : মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব সাতগাছিয়া মদনগোপালতলায়। সিপিআই(এম) -এর কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এই সভায় বক্তব্য রাখেন সুকান্ত কোঙার, মহম্মদ শাহ, বাবুলাল বিশ্বাস প্রমুখ। সভা পরিচলনা করেন প্রবীণ নেতা রণজিৎ রায়। বক্তারা বলেন, অযোধ্যায় মন্দির-মসজিদের নামে মানুষের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করা হচ্ছে। একই সঙ্গে এন.আর.সি নিয়েও চলছে সাম্প্রদায়িক অপপ্রচার। মানুষের জীবন-জীবিকার বিষয় থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই এইসব অপপ্রচারকে সামনে আনা হচ্ছে। এন.আর.সি-র নাম করে

মেরুকরণের রাজনীতি ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনস্বার্থ-বিরোধী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। পাশাপাশি রাজ্যের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও সকলকে সরব হতে হবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. কর্ণাটকের বাঙ্গালোরের নাম পরিবর্তিত হয়ে কবে 'বেঙ্গালুরু' হয়েছিল?
২. কবে কাকে কাকে ফাঁসি দিয়ে মণিপুর বিদ্রোহ বন্ধ করা হয়েছিল?
৩. বিশ্বে প্রথম হেলিকপ্টার কবে কে তৈরি করেন?
৪. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে সাহিত্যে নোবেল দেওয়ার কথা নোবেল কমিটি কবে ঘোষণা করেছিল?
৫. দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা তৈরির কাজ কবে শুরু হয়?
৬. কার জন্মদিনে ভারতের জাতীয় শিশুদিবস পালিত হয়? তার কবে জন্ম হয়েছিল?
৭. চিকিৎসাশাস্ত্রে ডায়াবেটিস রোগের নিরাময়ে 'ইনসুলিন' কে আবিষ্কার করেন? তাঁর কবে জন্ম?
৮. ভারতীয় রেল কবে থেকে দেশে শতাব্দী এক্সপ্রেস চালু করে? কার জন্ম শতবর্ষে এই এক্সপ্রেস চালু হয়?
৯. চাঁদের বুকে ভারতের চন্দ্রযান-১ কবে ভারতের পতাকা তুলেছিল?
১০. প্রথম ভারতীয় রাজা রামমোহন রায় কবে ইংল্যান্ড যাত্রা করেন?
১১. শ্রমিক নেতা সুকুমার ব্যানার্জীকে কবে কোথায় লরি চাপা দিয়ে হত্যা করা হয়? কে গাড়ি চালায়?
১২. গান্ধীজিকে হত্যার অপরাধে কাকে কাকে কবে কোথায় ফাঁসি দেওয়া হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

দক্ষিণ দামোদরের স্বাধীনতা সংগ্রামী : দাশরথি তা

রীনা মিত্র

(পর্ব-৯)

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন লিখেছিলেন—"আমাদের প্রিয় সহকর্মী... দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতাসংগ্রামী দাশরথি তা'কে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। স্বাধীনতা সংগ্রামে দাশরথি দেশসেবার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল, স্বাধীনতা লাভ করবার পরও দাশরথি নির্ভীকভাবে ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করেছে—অন্যায় এবং অবিচারে তার লেখনী ছিল অতিশয় নির্মম। দাশরথি সুবক্তা, সুসাহিত্যিক এবং স্বভাবকবি ছিল। তার ত্যাগ, দেশপ্রেম ও নিষ্ঠা এবং সাহস যেন আমাদের যুবকদের অনুপ্রাণিত করে।" শ্রী সেন-এর লেখা কয়েকটি বাক্য থেকেই দাশরথি তা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। 'মসি ছাড়ি অসি ধরিলাম'-এর ঘোষণাকার দাশরথি তা বর্ধমানের দক্ষিণ দামোদরের রায়নার মানুষ।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ৯ নভেম্বর পিতা প্রফুল্লকুমার ও মাতা ঊষাঙ্গিনীদেবীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দাশরথি তা রায়নার ধামাশ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ধামাশ গ্রামে। পরে তিনি বোড়ো বলরাম এম.ই. স্কুলে পড়াশোনা করেন। পরবর্তী সময়ে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে ভর্তি হন। ইতিমধ্যে বর্ধমানে টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে ছাত্র সংগ্রহের অভিযান চলে। ১৯২৫-এ দাশরথি বর্ধমান টাউন স্কুলে ভর্তি হন। দাশরথি শৈশব থেকেই অন্যান্যদের থেকে একটু আলাদা প্রকৃতির ছিলেন। বিদ্যালয়ের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি থেকে পড়াশোনা করতে তাঁর মন চাইতো না। পরাধীন দেশকে স্বাধীন করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে ওঠে।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত দাশরথি নানাবিধ ভূমিকা পালন করেছেন। ফকিরচন্দ্র রায়, বিনয় চৌধুরী, সরোজ মুখোপাধ্যায়ের মতো বরণীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি ১৯২৮-এ দাশরথি তা অনুশীলন সমিতির মতো গুপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন।

পড়াশোনা শেষ না করেই ১৯৩০-এ গান্ধীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে দাশরথি লবণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোনে যোগদান করেন। জেলা কংগ্রেস দাশরথিকে দক্ষিণ দামোদর অঞ্চলে আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব দেয়। রায়নার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন দাশুবাবু—দাশুদা। তিনি খণ্ডঘোষ, রায়না ও জামালপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করেন। আন্দোলনের প্রথম দিকেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে।

১৯৩১-এ বর্ধমানে অনুষ্ঠিত সমাজবাদী সম্মেলনে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। দাশরথি তা এই সম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৩২-এ জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনে গান্ধী-আরউইন চুক্তির বিরোধিতায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি নিন্দাসূচক প্রস্তাবকে দাশরথি সমর্থন জানান। ফলস্বরূপ পুনরায় জেলাতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। পুলিশ আন্দোলনকারীদের ধরপাকড় শুরু করে। হরেকৃষ্ণ কোঙার ধরা পড়েন ও আন্দামান জেলে বন্দি হন। দাশরথি তা কৌশলে পুলিশের নাগালের বাইরে চলে যান। গোপনে তিনি আন্দোলন চালিয়ে যান। এমনকি দক্ষিণ দামোদরে সহিংস রাজনৈতিক আন্দোলন সংগঠিত করেন বলে জানা যায়।

১৯৪২-এর আগস্ট মাসে শুরু হয় ভারত ছাড়ো আন্দোলন। আন্দোলন বর্ধমানে প্রবল আকার ধারণ করে। দাশরথি তা এই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা আত্মগোপন করেও রেহাই পান না। জেলার বিপ্লবীরা দাশরথিকে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব দেয়। তাঁর নির্দেশে আন্দোলনকারীরা দক্ষিণ দামোদরের তিনটি থানায় সরকারি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। জামালপুর-তারকেশ্বর রেলপথের বেশিরভাগ অংশে রেল লাইন লোপাট করে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। শুধু তাই নয়, তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা জামালপুর থানায় অগ্নিসংযোগ করে ও অস্ত্র লুণ্ঠন করে। অস্ত্র লুণ্ঠনের অপরাধে ইংরেজ সরকার তাঁকে জীবিত বা মৃত, ধরিয়ে দেবার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে।

অল্প বয়স থেকেই দাশরথি দেশের স্বাধীনতার জন্য, ইংরেজ শাসন ও শোষণের অবসানের জন্য সংগ্রামে

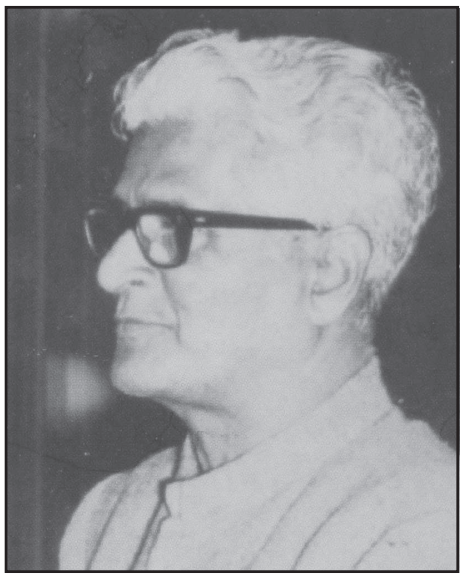

অংশগ্রহণ করেছেন। শুধুমাত্র অহিংস বা সহিংস আন্দোলনে যোগদান করেই তিনি থেমে থাকেননি। মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য তিনি পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। প্রথমে তিনি 'বসুমতী', 'লোকসেবক' ও 'আনন্দবাজার' পত্রিকায় সাংবাদিকতার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর নিজে সম্পাদনা করেন 'দামোদর', 'বর্ধমান বার্তা', 'পল্লীর কথা' পত্রিকা। 'দামোদর' পত্রিকার নাম সর্বজনবিদিত। ১৯৩৬-এর ২৫ মার্চ 'দামোদর' প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন দাশরথি তা। সে সময় তিনি পুরোপুরিভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আন্দোলনের কাজে দামোদর নদ সংলগ্ন গ্রামে গ্রামে দাশরথি ঘুরতেন। 'দামোদর' পত্রিকায় দামোদরের বন্যায় প্লাবিত মানুষের দুর্গতির কথা লিখতেন দাশরথি। দামোদরের বন্যার প্রতিকার করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন তিনি। প্রতিবাদ করেছেন তীব্রভাবে তাঁর প্রকাশিত পত্রিকায়। ১৯৩৬-এ দামোদর পত্রিকায় এ বিষয়টি প্রকাশিত হলে বর্ধমান বংশগোপাল টাউনহলে বন্যা প্রতিকার সমিতি গঠিত হয়। পত্রিকায় সরকারের তীব্র সমালোচনা লক্ষ করে সরকার সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে। এদিকে দামোদরের বন্যায় নদীতীরবর্তী অনেক গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস হয়। আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত সরকার সমিতির সঙ্গে আলোচনা করে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্বাধীনতার পর ডি.ভি.সি. গঠিত হয়।

বর্ধমানের জ্ঞানীগুণী মানুষ, বিশেষত বাংলা সাহিত্যের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্য অন্বেষণ করে দাশরথি তাঁর পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। ভারতীয় ভাষায় প্রথম সংবাদপত্রের জনক গঙ্গকিশোর ভট্টাচার্যের জন্মভিটে এবং ছাপাখানার অবস্থান সম্পর্কিত তথ্য দাশরথি প্রথমে জনগণের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হন। দাশরথির সম্পাদনায় 'দামোদর' পত্রিকা মূলত একটি গবেষণামূলক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়।

ক্ষুধার্ত দেশবাসীর মুখে অন্ন তুলে দেবার ক্ষেত্রে দাশরথি তা-এর ভূমিকা ছিল অসাধারণ। দক্ষিণ দামোদরের অনশনরত মানুষের সঙ্গে তিনি ভুখা মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই প্রতিবাদের ফলে ধর্মগোলার প্রচলন হয় এবং মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়।

১৯৫২, ১৯৫৭ এবং ১৯৬৭ সালে দাশরথি তা বিধানসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিধানসভায় তিনি দৃঢ়ভাবে যুক্তিসহকারে ভাষণ দিতেন।

মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নতির জন্য দাশরথি উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর চিন্তাপ্রসূত। বিধানসভায় বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি তিনিই প্রথম উত্থাপন করেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় বর্ধমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬০ সালের ১৭ জুন সাংবাদিক দাশরথি তা-এর কলমে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। বর্ধমানবাসীর গর্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় দাশরথি তা-এর আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন।

গান্ধীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত দাশরথি তা ভারত থেকে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করা ও ভারতকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। এই কর্মযজ্ঞে সহযোগিতা পেয়েছেন ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, ড. মেঘনাদ সাহা, জে বি কৃপালনী, সুচেতা কৃপালনী, জয়প্রকাশ নারায়ণ, এন. সি চ্যাটার্জী প্রমুখের। জয়প্রকাশ নারায়ণ ও ড. মেঘনাদ সাহা বর্ধমানে দাশরথির বাড়িতে এসেছেন এবং তাঁর দক্ষতা অনুসন্ধান করেছেন। প্রশংসা করেছেন দাশরথির ব্যক্তিত্ব ও দেশপ্রেমের আদর্শকে।

খাজনা বন্ধ, বন্যা প্রতিরোধ, ক্যানেল কর বন্ধ, জমিদারি অত্যাচার রোধ, বঙ্গবিহার একীকরণ বিরোধ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত দাশরথি তা ১৯৮০ সালের ২৭শে এপ্রিল প্রয়াত হন। কর্মবীর, দেশপ্রেমিক, সাংবাদিক দাশরথি তা ও তাঁর 'দামোদর'-কে দক্ষিণ দামোদরের মানুষ আজও বিস্মৃত হয়নি।

তথ্যসূত্র :

১) লোকভারতী (ত্রৈমাসিক পত্রিকা)-র সম্পাদকমণ্ডলী দেবদত্ত তা ও অন্যান্য
২) বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ—সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্।

রেশনের আটা পাচার : গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৭ নভেম্বর : গভীর রাতে রেশনের আটা পাচারের অভিযোগে একটি পিকআপ ভ্যান চালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানা এলাকার ঘটনা। ধৃতের নাম মেঘনাদ সরেন। মেমারি থানা এলাকাতেই তার বাড়ি। পুলিশ তাকে এদিন বর্ধমান আদালতে পেশ করে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ১৬ নভেম্বর গভীর রাতে মেমারির বড়োর গ্রামের বাসিন্দারা এই পিকআপ ভ্যানটি আটকায়। গাড়িতে ৯০ বস্তা রেশনের আটা ছিল। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেমারি থানার পুলিশ। গ্রামবাসীরা পুলিশকে অভিযোগ জানায় যে, স্থানীয় রেশন ডিলার উপভোক্তাদের রেশনের সামগ্রী কম বন্টন করে অতিরিক্ত খাদ্য বাইরে পাচার করছিল।

১১ নভেম্বর শহিদ দিবস

কাজী আবদুল করিম

১৮৮৬ সালের ১ মে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে জমায়েত হয়েছিলেন লক্ষাধিক শ্রমিক, দাবি একটাই—'৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা বিশ্রাম এবং ৮ ঘন্টা আমোদপ্রমোদ'। ১৮৮০-র শ্রমিকদের সংগ্রাম—অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক ন্যায় বিচার, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের সংগ্রাম— আজকেও সংগ্রাম হিসেবেই বিরাজ করছে।

১৮৮৬ সালের ১ মে ঐতিহাসিক জমায়েতের পূর্বে ১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৮৬ সালের হে মার্কেটের জমায়েতে পূর্ব পর্যন্ত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ (IWPA) অগণিত প্রচারপুস্তিকা, খবরের কাগজ ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে শ্রমিকদের বৈপ্লবিক মতবাদ ছড়িয়েছিল। সেই সঙ্গে অসংখ্য জায়গায়, কারখানায় জনসভা ও বিক্ষোভ সংগঠিত হয়েছিল। দিনরাত চলতো বিক্ষোভ। নেতৃত্বরা ছিলেন উৎসাহী এবং নিজেদের সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে এই সব বিক্ষোভ-সভায় উপস্থিত হতেন। উৎকণ্ঠিত, ক্ষুধার্ত, বাস্তুহারার দল আগ্রহভারে নেতৃত্বের কথা শুনতো। এই প্রচারকাজ চালানোর জন্য সদস্যসংগ্রহ, অর্থনৈতিক তথ্যাদি সরবরাহ করা, নারী-পুরুষ শ্রমিকদের নানা অস্ত্রে সজ্জিত করার কাজও তাঁরা করতেন। শিকাগো শহরটি ছিল আন্দোলনের মূল ঘাঁটি। ১৮৮৬ সালের প্রথম থেকেই শ্রমিকরা কারখানায় কারখানায় বিক্ষোভ চরম পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। ঘোষণা করে ১৮৮৬ সালের ১ মে থেকে তারা আইনসঙ্গতভাবেই দৈনিক আট ঘন্টা কাজ করবে। যেসব মালিকরা এই নিয়ম মেনে নেবে না তাদের বাধ্য করার জন্য বিক্ষোভ-ধর্মঘট পালিত হবে। ১৮৮৬-র জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সর্বত্রই আট ঘন্টার দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ চলেছিল। নতুন আট ঘন্টার সংগঠন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা হয় "খুব শিগগিরই ১লা মে আসছে, ঐ দিনই সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণি বনাম পুঁজিপতিদের শক্তি পরীক্ষা হবে।" পুঁজিপতিরাও বসে থাকেনি। তারা তাদের পত্রিকা 'শিকাগো মেইল' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে লেখে "নেড়িকুত্তাগুলোকে গরম ছ্যাঁকা দাও"। শ্রমিক নেতাদের নাম করে তাদের হত্যা করার কথাও বলা হয়। ১৮৮৬ সালের ১ মে ব্যাপক সংখ্যক শ্রমিকদের বিক্ষোভ-সমাবেশ থাকলেও কোনো দাঙ্গা বা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়নি। জমায়েতে নেতারা ভাষণ দেন খুব শান্তভাবে, যুক্তিপূর্ণ ভাবে। ৩ মে বিপদ দেখা দেয়। দিনটি শান্তভাবে শুরু হলেও বেশি সংখ্যক শ্রমিক কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসে। ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু হয়। বিকালের দিকে 'ব্লু আইল্যান্ড এভিনিউ'-এর ম্যাককরমিক রিপার ওয়ার্কস-এ রক্তাক্ত সংঘর্ষ শুরু হয়। কারখানা থেকে কিছুটা দূরে কয়েক হাজার শ্রমিকের জমায়েতে সেন্ট্রাল লেবার ইউনিয়নের পক্ষে অগাসয়স্পাইস যখন বক্তব্য রাখছিলেন তখন ম্যাককরমিক রিপার কারখানা গেটে পুলিশ ও ধর্মঘটী শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। ইঁট পাটকেল ছুঁড়তে থাকে যে যার দিকে লক্ষ্য করে। পুলিশ গুলি চালায়, অনেকে আহত হয়, ধর্মঘটীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। দু'জন শ্রমিক এবং কারখানার সুপারিনটেন্ডেন্টের মুখে আঘাত লাগে। পরদিন শ্রমিকদের প্রচারপত্রে শ্রমিকদের রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানানো হয়। ৪ মে হে মার্কেট স্কোয়ারে শ্রমিক জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়। সভায় ২০,০০০ মানুষের উপস্থিত থাকার কথা হলেও আবহাওয়া খারাপ থাকায় মাত্র দু-তিন হাজার শ্রমিক হাজির হন।

শ্রমিক নেতা অগাস্ট স্পাইস বক্তব্য রাখার পর অ্যালবার্ট পারসনস্ বক্তব্য রাখতে ওঠেন। তিনি খুব ধীর স্থির শান্তভাবে শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার কথা বলেন। তারপর বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা স্যামুয়েল ফিল্ডেন। আবহাওয়া খারাপ থাকায় সভা পাতলা হতে শুরু করে। কিছুক্ষণের মধ্যে পাহারারত পুলিশের মাথার উপর দিয়ে একটি বোমা ছোঁড়া হয়। বিকট আওয়াজ, বেশ কয়েকজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। পুলিশ গুলি ছোঁড়া শুরু করে। স্যামুয়েল ফিল্ডেনের পায়ে একটি গুলি লাগে। অগাস্ট স্পাইসকে লক্ষ্য করেও গুলি চালানো হয়। গুলিটি তাঁর ভাইকে লাগে। পুলিশ অফিসার ম্যাথিয়াস ডিগানের উরুতেও গুলি লাগে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। আরো ৬ জন পুলিশের গায়ে গুলি লাগে। ১৬ জন পুলিশ গুরুতর আহত হয়। ৬ মে থেকে ১৪ জন-এর মধ্যে মোট ৬ জন পুলিশ (জর্জ মূলার, জন ব্যারেট, টিমোথি ফ্ল্যাডিন, মাইকেল শিহান, টমাস বেডেন এবং নলি থ্যানসেন) মারা যান। একজন আহত পুলিশ দুবছর পর মারা যায়। অন্যদিকে ৬৭ জন শ্রমিকও আহত হয়। সরকারিভাবে মৃত্যু হয় চারজন সাধারণ নাগরিকের। এঁরা হলেন এমিল লুৎজ, ম্যাথিয়াস লিউইস, কার্ল কিস্টার এবং চার্লস শুমেকার। আসলে মৃতের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। বেশিরভাগের মতে সাত-আট জন সাধারণ নাগরিক নিহত এবং চল্লিশের বেশি আহত হয়েছিলেন। একথা ঠিক যে কয়েকজন ব্যবসায়ী সেদিন হে মার্কেটে রক্তপাত ঘটানোর ব্যাপারে মরিয়া হয়েছিল। পরের দিন থেকে শিকাগো শহরে সবচাইতে বেশি আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। খবরের কাগজগুলো শ্রমিকদের বিরুদ্ধে প্রচারে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। পুলিশের জাল বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে শত শত নর-নারীকে পুলিশ আটক করে এবং ব্যাপকভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায়। শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গে সামান্য যুক্ত শ্রমিকদের বাড়িঘর তছনছ করে। বাড়িতে লাল কাপড়, বালিশের লাল ঢাকনাগুলিকেও বাজেয়াপ্ত করা হয়। কোনোরকম পরোয়ানা ছাড়াই পুলিশ বাড়ি ঢুকে তল্লাশির নাম করে অত্যাচার চালায়। এই সময়টা ছিল পুলিশি আতঙ্কে ভরা। তারপর শ্রমিক নেতা মাইকেল শোয়েব, অগাস্ট ভিনসেন্ট থিওডর স্পাইস, অ্যালবার্ট রিচার্ড পারসনস্, লুইস লিংক, এডলফ ফিসার, জর্জ এঙ্গেল, অস্কার নেব, স্যামুয়েল ফিল্ডেনকে গ্রেপ্তার করেছিল। তাঁদের স্ত্রীদের রেহাই দেওয়া হয়নি। নানা কারণ দেখিয়ে তিন চারদিন আটকে রাখে।

প্রশাসন ১৮৮৬ সালের ১৭ মে একটি জুরিদের তালিকা তৈরি করে, তারা ১৮ মে থেকে সাক্ষীদের সওয়াল শুরু করেন এবং উক্ত আটজন শ্রমিক নেতাকে পুলিশ অফিসার জেগানকে খুনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেন। কয়েকজন ধৃত ব্যক্তি রাজসাক্ষীও হয়। শ্রমিক নেতা প্লেয়েন্ট অভিযুক্তদের মধ্যে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর কোনো খোঁজ পুলিশ পায়নি। অধিকাংশ শ্রমিক নেতাকে কর্তৃপক্ষ বিচারের নামে ফাঁসিতে হত্যা করতে চায়। এদের প্রাণরক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী মানুষের প্রতিবাদ গর্জে ওঠে। এক তারবার্তায় স্বাক্ষর করেছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক, শিল্পী অস্কার ওয়াইল্ড, জর্জ বার্নার্ড শ, ওয়ালটার ক্রেন, উইলিয়ম রসেটি, হেনরি হিন্ডম্যান, এডওয়ার্ড এভেলিং, ই বেলফোর্ট ব্যাক্স, ই নেসবিচট, দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্, স্টপফোর্ড ব্রুক, অ্যানি বেসান্ত, ওয়াল্টার বেসান্ত, স্টেপনিক, রিচার্ড হীথ, আর কানিংহাম সহ বিশ্বের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া আলাদা ভাবে কয়েক হাজার মানুষ ফাঁসি রোধ করার জন্য আবেদন পাঠান।

রাজ্যের আইন অনুযায়ী ইলিনয়-এর রাজ্যপাল যদি কোনো দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে চান তাহলে সেই ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদন করতে হতো। আসামী পক্ষের উকিল, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবরা আসামীদের কাছে বারে বারে ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদনপত্র পাঠানোর অনুরোধ জানায়। স্যামুয়েল ফিল্ডেন, মাইকেল শোয়াব এবং অগাস্ট স্পাইস ক্ষমা প্রার্থনা করে আবেদনপত্র লিখতে রাজি হন। কিন্তু অ্যালবার্ট রিচার্ড পারসনস্, জর্জ এঙ্গেল, এডলফ ফিশার এবং লুইস লিংক ক্ষমার আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। তাঁরা বলেন, আমরা চাই 'স্বাধীনতা অথবা মৃত্যু'। পরে অগাস্ট স্পাস তাঁর ক্ষমা চাওয়া আবেদন পত্রে লেখেন—'জনগণের রোষ চাপা দেওয়ার জন্য তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হোক এবং বাকি কমরেডদের মুক্তি দেওয়া হোক।'

১৮৮৭ সালের ৯ নভেম্বর শুনানি শেষ হয়। আসামীদের মধ্যে প্রথম বক্তব্য রাখেন অগাস্ট স্পাইস, তারপর মাইকেল শোয়াব, অস্কার নেব, এডলফ ফিশার, লুইস লিংক, জর্জ এঙ্গেল এবং শেষ বক্তব্য রাখেন অ্যালবার্ট রিচার্ড পারসনস্। এঁরা এঁদের বক্তব্যে প্রশাসন আনীত অভিযোগগুলি খণ্ডন করেন বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে। পাশাপাশি শ্রমিকদের মজুরিদাসত্বমূলক ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন। তারপর আদর্শের জন্য তাঁরা নিজেদের প্রাণ বলিদানের কথা ঘোষণা করেন।

১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর পাঁচজনের ফাঁসি হবে ঘোষিত হয়। ১৮৮৭ সালের ১৪ নভেম্বর ইলিনয় সুপ্রিমকোর্ট তার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। তারপর থেকে ১১ নভেম্বর যত কাছে আসতে থাকে তত ক্ষমার জন্য দরখাস্তের পাহাড় জমতে থাকে। ৪০ হাজারের বেশি দরখাস্ত জমা পড়ে। সমস্ত স্তরের মানুষের আবেদন ছিল ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য। ১০ নভেম্বর সকাল ৯টায় জেলখানায় তাঁর সেলে হুইস লিংক মুখের মধ্যে ডিনামাইট ঢুকিয়ে চার্জ করে তাঁর দেহ ছিন্নভিন্ন করে দেয়। মৃত্যু হয় দুপুর ২টা ৫০ মিনিটে। ছ ঘন্টা ধরে চিকিৎসা করেও কিছু করা যায়নি। লিংকের জন্ম ১৮৬৪ সালের ৯ সেপ্টেম্বর। তাঁকে আর ফাঁসি কাঠে ঝুলতে হল না। সেলের মধ্যে কিভাবে ডিনামাইট এল আজও অজানা। অস্কার নেব-এর রাজ্যপাল কর্তৃক ফাঁসি মকুব হয়ে ১৫ বছরের জেল ঘোষিত হয়। অস্কার নেব মারা যান ২৪ এপ্রিল ১৯১৬ সালে। শোয়েব এবং স্যামুয়েল ফিল্ডেনের ফাঁসি মকুব হয়ে যাবজ্জীবন জেল ঘোষিত হয়। পরবর্তীতে রাজ্যপাল অল্টগেল্ড এই তিনজনকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, ৬ বছর পর এঁরা মুক্তি পান। মাইকেল শোয়েব ১৮৯৮ সালের ২৯ জুন এবং ফিল্ডেন ১৯২২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর শুক্রবার ইতিহাসের কালো দিনে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে প্রয়াত হন। কুক কাউন্টি জেলখানাকে রাইফেল, শটগান আর পিস্তল নিয়ে তিন শতাধিক পুলিশ টহল দিতে থাকে, শিকাগো শহর কার্যত অবরোধের চেহারা নেয়। বেলা ১২টায় প্রথম ফাঁসির মঞ্চে আসেন অগাস্ট স্পাইস (জন্ম ১০ ডিসেম্বর ১৮৫৫)। কালো কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকা অগাস্ট স্পাইসের কণ্ঠস্বর ভেসে আসে—"আজ তোমরা আমাদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিচ্ছ, কিন্তু সেদিন আসছেই যখন কথার চাইতেও অনেক বেশি জোরালো হয়ে উঠবে আমাদের নিস্তব্ধতা।" তারপর বুক চিতিয়ে আসেন এডলফ ফিশার, তারপর জর্জ এঙ্গেল এবং সবশেষে আনা হয় অ্যালবার্ট রিচার্ড পারসনস্কে।

বেলা ১২টা ১৫ মিনিটে ফাঁসিকাঠের দড়িগুলো কেটে মৃতদেহগুলোকে আলাদা আলাদা কফিনে ঢোকানো হয়। তারপর যার যার বাড়ির দিকে পাঠানো হয়। লুইস লিংকের বাড়ি শিকাগো না থাকায় তার দেহ জর্জ এঙ্গেল-এর বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। (লুইস লিংক এবং জর্জ এঙ্গেল ছিলেন অভিন্ন বন্ধু)।

১৮৮৭ সালের ১৩ নভেম্বর, সোমবার হেমন্তের উজ্জ্বল সকালে প্রথম শহিদ অগাস্ট স্পাইসের মৃতদেহ বহনকারী শকটটি বের হয়, তারপর একে একে অ্যালবার্ট রিচার্ড পারসনস, এডলফ ফিশার, জর্জ এঙ্গেল এবং লুইস লিংকের শকটগুলি সারিবদ্ধভাবে চলতে শুরু করে। ২০ হাজারের অধিক মানুষ লাল ব্যাজ ধারণ করে মিছিল করে এগিয়ে চলে কবরখানার দিকে। কবরখানায় যখন প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা সমাধিতে সমাধি দেওয়ার কাজ শেষ হল তখন হেমন্তের সূর্য লাল বলের মতো পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ছে।

তথ্যসূত্র :

পল এডরিচের হে মার্কেট ট্র্যাজেডি এবং কমল সরকারের বই মে দিবসের কাহিনী।

দিল্লি থেকে কলকাতা সাইকেল যাত্রা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১৩ নভেম্বর : শান্তি ও সংহতি রক্ষা করা আমাদের অন্যতম কর্তব্য, এই মহান উদ্দেশ্যে কয়েকজন যুবক গত ১৯ অক্টোবর দিল্লির রাজঘাট থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে সাইকেল নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। শান্তি ও সংহতির বার্তা বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে আগামী ১৪ নভেম্বর কলকাতার রাজপথে তাঁরা পা রাখবেন। সেখানেই শেষ হবে তাঁদের এই যাত্রার কর্মসূচি। ১২ নভেম্বর মেমারির বুকে পা রাখেন এরকম আটজন সাইকেল আরোহী। মামুন ন্যাশনাল স্কুল ট্রাস্ট ও খাঁড়ো যুবক সংঘের উদ্যোগে মেমারি কলেজে এক অনুষ্ঠানে তাঁদের সংবর্ধিত করা হয়। তাঁদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. আবুল হাসেম মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা নার্গিস বেগম, উপ পৌরপ্রধান সুপ্রিয় সামন্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বসন্ত রুইদাস প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৭ নভেম্বর : সম্প্রতি হরিয়ানার কার্নালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক যোগা প্রতিযোগিতায় ছোটদের বিভাগে দুটি সোনা পায় শালিনী দে। নাদনঘাট থানার জাহাননগরে বাড়ি এই সোনার মেয়েকে এদিন এ.বি.পি.টি.এ এবং এ.বি.টি.এ-র পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বাম বিধায়ক প্রদীপ সাহা, নিরঞ্জন গোস্বামী, কার্তিক দাস, সুদর্শন কোলে প্রমুখ। প্রদীপ সাহা বলেন, শালিনী দে শুধু নাদনঘাটের মুখ উজ্জ্বল করেনি, উজ্জ্বল করেছে দেশের নামও। কারণ ওই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ১৪টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। আমরা ওর উন্নতি কামনা করি।

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ নভেম্বর : গত ৩-৮ নভেম্বর কোলকাতায় অনুষ্ঠিত বিবেকানন্দ যুবভারতীয় ক্রীড়াঙ্গনে স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার আন্তর্বিদ্যালয় যোগাসন প্রতিযোগিতায় বর্ধমানের বিদ্যার্থীভবন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী শাঁখারিপুকুর পীরতলা নিবাসী সর্বশ্রী মণ্ডল (১৭ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতিযোগিতায়) প্রথম স্থান লাভ করে। এই প্রতিযোগিতায় দেশের ২৯টি রাজ্য অংশগ্রহণ করেছিল।

মৃদুল সেন প্রণীত
স্মৃতির সরণী বেয়ে
প্রকাশিত হয়েছে।
রয়েছে :
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের শহিদ অপূর্ব সেন প্রসঙ্গে অজানা কথা।
নেতা ও মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্তের নানান দিক নিয়ে লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে স্মৃতিচারণ
জরুরী অবস্থাকালীন দীর্ঘ ১৭ মাস প্রেসিডেন্সি জেলের কারান্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতা ও নানান প্রসঙ্গ

পর্যালোচনা করেছেন—
অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী
প্রকাশক
বইচিত্র
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ব্লক নং ৬, স্টল নং ১৩ এ, কলকাতা-৭০০০ ৭৩
পাওয়া যাচ্ছে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.
কলকাতা ও বর্ধমান শাখায়
এছাড়াও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

এন.আর.সি হল প্রলয়ঙ্কর অঙ্ক : সুকান্ত কোঙার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ নভেম্বর : ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ধ্বংস করে, এই দেশকে রাজনৈতিক হিন্দুদের মুক্তাঞ্চল করার যে বিষয়টির দিকে হিন্দুত্ববাদী শক্তি ধাপে ধাপে এগোচ্ছে, এন.আর.সি হল সেই ধাপেরই একটি প্রলয়ঙ্কর অঙ্ক। কথাগুলি বলেন সিপিআই(এম) নেতা সুকান্ত কোঙার মহান নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে একটি সাধারণ সভায়। সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে সেনেরডাঙ্গায় অনুষ্ঠিত এই সাধারণ সভা পরিচালনা করেন সনাতন টুডু। সুকান্ত কোঙার বলেন, সাধারণ মানুষ যাতে খাদ্যের দাবিতে সোচ্চার না হয়, শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার না হয়, বেকারত্ব নিরসনের দাবি না তোলে, স্বাস্থ্যের অধিকারের দাবি না তোলে, এই জন্যই কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপি এন.আর.সি-র জুজু সাধারণ মানুষকে দেখিয়ে চলেছে। কিন্তু এই জুজু দেখে আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। সমস্ত মানুষকে সংগঠিত করে এর মোকাবিলা করতে হবে।

সাধারণ বিমা এজেন্টদের জেলা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি : অল ইন্ডিয়া জেনারেল ইনসুরেন্স এজেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন-এর বর্ধমান জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল গত ১৬ নভেম্বর মেমারির স্বপ্নপুরী লজের শেখর বর্মন মঞ্চে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মানস ধল (সর্বভারতীয় সভাপতি)। বিমা শিল্পকে বেসরকারিকরণের অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সকল স্তরের শ্রমিক, কর্মচারীদের সাথে সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই জারি থাকবে বলে জানান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় যুগ্ম সম্পাদক অভিজিৎ চ্যাটার্জী, রাজ্য সম্পাদক ও সভাপতি যথাক্রমে সুজিত সামন্ত ও অরূপ মুখার্জী। সম্মেলন থেকে আগামী ৩ বছরের জন্য শাশ্বত ব্যানার্জী সম্পাদক ও দেবব্রত রায় সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৩৯ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

—প্রথম পাতার পর

শ্রমিক ধর্মঘটকে সফল করতে হবে

দিতে চাইছে। চিত্তরঞ্জন রেল কারখানা, যার ভুবনজোড়া নাম ছিল, তাকে শেষ করার চক্রান্ত চলছে। দিল্লির বিজেপি সরকার দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেচে দিতে চাইছে আদানি, আম্বানি সহ পুঁজিপতিদের কাছে। বি.এস.এন.এল-কে বেচে দেবার খেলায় নেমেছে। এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন জারি রাখতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে কাটমানির সরকার চলছে। নারদা, সারদা নিয়ে তদন্ত ধামাচাপা দেওয়ার গোপন বোঝাপড়া করেছে দিদি-মোদির সরকার। তাই বন্ধ কারখানা খোলা, নতুন শিল্প তৈরি করে বেকারদের চাকুরি সৃষ্টি করা, কৃষি ও কৃষককে বাঁচানো, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আগামী ৩০ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন থেকে কলকাতা লং মার্চে সামিল থেকে এবং ৮ জানুয়ারি সারাভারত ধর্মঘটকে সফল করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সামিল হতে হবে।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা সৈয়দ হোসেন, আলমগীর মণ্ডল, সুরেন হেমব্রম, তুষার ঘোষ প্রমুখ এই কনভেনশনে উপস্থিত ছিলেন। স্বপন কোনারকে সভাপতি, কোহিনূর গাঙ্গুলিকে সম্পাদক করে ৩১ জনের এরিয়া কমিটি সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হয়। সভাপতি ছিলেন স্বপন কোনার।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ২০০৭ সালের ১২ নভেম্বর। ২. ১৮৯১ সালের ১৩ নভেম্বর, টিকেন্দ্র জিৎ এবং টেঙ্গালকে। ৩. ১৯২৮ সালের ১৩ নভেম্বর, এটিয়েন উইমিচেন। ৪. ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর। ৫. ১৯৫৬ সালের ১৩ নভেম্বর। ৬. স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, ১৮৮৯ সালের ১৪ নভেম্বর। ৭. স্যর ফ্রেডরিক গ্রান্ট ব্যান্টিং, জন্ম ১৮৯১ সালের ১৫ নভেম্বর। ৮. ১৯৮৮ সালের ১৪ নভেম্বর, জওহরলাল নেহরুর শততম জন্মদিনে। ৯. ২০০৮ সালের ১৪ নভেম্বর। ১০. ১৮৩০ সালের ১৫ নভেম্বর। ১১. ১৯৩৮ সালের ১৫ নভেম্বর, কাগজ কলের ম্যানেজার। লো সাহেবের নির্দেশে ইঞ্জিনিয়ার মিস্টার ব্রাউন। ১২. ১৯৪৯ সালের ১৫ নভেম্বর, নাথুরাম গডসে এবং নারায়ণ দত্তাত্রেয়কে, আম্বালা জেলে।

মানবতা দেখালো গাড়ি চালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৫ নভেম্বর : চলন্ত গাড়ির সামনে পড়লে তাকে মেরে দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটাই এখন রেওয়াজ। কিন্তু এক গাড়ি চালক সে পথে না হেঁটে তার গাড়িতে আহত হওয়া বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। ঘটনা ঘটে গতকাল সকালে কালনা থানার কাঁকুরিয়ায়। স্বামী মহাদেব পালের সাথে এদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে অলকা পাল (৬০) একটি মারুতি ভ্যানের সামনে পড়ে আহত হন। গড়ি চালক সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধাকে তুলে নিয়ে গিয়ে কালনা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পালানোর অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় গাড়িচালককে অনেকেই সাধুবাদ জানিয়েছেন।

বিজ্ঞানমঞ্চের অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা : জলবায়ু ধর্মঘট (২০-২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯)-এর প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমানের আগামী প্রজন্মকে পরিবেশ তথা জলসঙ্কট সম্পর্কে প্রশিক্ষিত করতে ধারাবাহিকভাবে প্রায় প্রতিদিনই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৫৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সাতটি কলেজ সহ) এ জাতীয় কর্মসূচি হয়। যার মাধ্যমে ১৫ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীদের মাধ্যমে তাদের অভিভাবকদের কাছে আগামী দিনের করণীয়র বার্তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

১৬ নভেম্বর রাজ্যের শস্যগোলা গলসী-১ নং ব্লকের গলসী স্টেশনের উত্তরে সোনালী ধানজমি ঘেরা 'কুরকুবা আসকরণ হাইস্কুলে' এক কর্মসূচি হয়।

বর্ধমান বইমেলা

—প্রথম পাতার পর

বর্ধমানের প্রথিতযশা শিল্পী সমর মুখোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে থাকবেন সাহিত্যিক নলিনী বেরা ও সাংবাদিক শেখর সেনগুপ্ত। এছাড়াও মেলার শেষ দিন পাঁচ গুণীজনকে সম্মানীত করা হবে। প্রতিদিন থাকবে আলোচনা সভা সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

প্রকাশিত হয়েছে প্রয়াত
দিলীপ দুবে-র গ্রন্থ
'এক নিরপরাধের আত্মকথন'
বর্ধমানের '৬০-'৭০-এর উত্তাল ঝোড়ো হাওয়ার পূর্ণাঙ্গ বিবরণে সমৃদ্ধ এই পুস্তকের মূল্য মাত্র ২৫০ টাকা।
পাওয়া যাচ্ছে :
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ-র সবকটি শাখায় ও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তরে

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আলোচনাসভা

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'জলসঙ্কট নিরসনে আমাদের ভূমিকা', 'বাদামী শোষক পোকা ও নাড়া পোড়ানোর কুফল' বিষয়ে সকলকে সচেতন করবার প্রয়াসে আসন্ন ২০২০ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ 'সাইকেল যাত্রা' কর্মসূচি নিয়েছে। এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি মানকর উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন রামপ্রণয় গাঙ্গুলি এবং দেবদুলাল রায়। সভাপতিত্ব করেন সাটিনন্দী বিদ্যায়তনে অনুরূপ আর একটি আলোচনা সভায় দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে আলোচনা করেন শিক্ষক দীপক চট্টোপাধ্যায় ও মানব যশ।

—প্রথম পাতার পর

ঐক্য এবং সংগ্রামের বার্তা

পড়া সংস্কৃতির ব্যাপক আগ্রাসন ঘটছে গোটা বিশ্বে এবং আমাদের দেশেও। সংবিধানকে পদদলিত করে সশস্ত্র বাহিনীর বন্দুকের নলের মুখে দেশের সংবিধান, মানবিকতা, সংঘবদ্ধতা, সচেতনতা প্রতিদিনই বিদ্ধ হচ্ছে। সমস্ত প্রচারমাধ্যমগুলিকে শাসক দল বশীভূত করে ফেলতে প্রয়াসী হচ্ছে। কোনো সাংবাদিকও রেহাই পাচ্ছে না এদের নজর থেকে। এজন্য কর্মীবন্ধুদের সোচ্চার হতে হবে। কথা বলতে হবে সঠিক ঘটনার প্রেক্ষিতে। প্রতিদিনই লড়াইয়ের নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। কর্মচারী বন্ধুদের, সাধারণ মানুষের রুটি রুজির লড়াইকে ঐক্যবদ্ধ ভাবেই এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পে কমিটির নামে শাসকদের অসৎ চেষ্টাকেও তুলে ধরতে হবে।

সম্মেলনে এছাড়া বক্তব্য রাখেন যুগ্ম সম্পাদক ১২ই জুলাই কমিটির রণজিৎ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন অন্যতম আহ্বায়ক প্রণব আইচ।

সম্মেলন থেকে এদিন বর্ধমান জেলা সংগঠন দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। পূর্ব বর্ধমানের সভাপতি অভিজিৎ রায়, সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী ও শংকর ভট্টাচার্য কোধাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছেন। পশ্চিম বর্ধমানের সভাপতি শমিষ্ঠা নন্দী, সম্পাদক সুজিত মুখার্জী ও কোষাধ্যক্ষ মিলন বাউড়ি নির্বাচিত হয়েছেন।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৭ নভেম্বর : ওয়েস্টবেঙ্গল মেডিক্যাল অ্যান্ড সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়ন বর্ধমান শহরের ৫টি আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে রক্তদান শিবির হয়। সর্বমঙ্গপাড়া পাড়া রেস্ট হাউসে শিবিরে মোট ৭২জন রক্তদান করেন। উদ্বোধন করেন চিত্রশিল্পী ও কবি শ্যামলবরণ সাহা। উপস্থিত ছিলেন শ্রমিকনেতা সুকান্ত কোঙার প্রমুখ।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি সেখ আমিনা বেগম (Sekh Amina Begam) স্বামী—সেখ নজিমউদ্দিন (Sk Najim Uddin) গ্রাম+পোস্ট জামালপুর জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৭ নভেম্বর '১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম সেখ আমিনা বেগম (Sekh Amina Begam) কিন্তু আমার স্বামীর পাসপোর্ট নং পি-৭৯৪৪২৭৫-এ ভুলবশত Amina Khatun Sk নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Amina Begam ও Amina Khatun Sk এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ মনোওয়ারা বেগম (Sekh Manowara Begam) W/o Sekh Main Uddin গ্রাম+পোস্ট জামালপুর জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৭ নভেম্বর '১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Sekh Manowara Begam যা আমার পুত্রগণ অর্থাৎ Sekh Nasir Uddin ও Sekh Najim Uddin -এর পাসপোর্ট নং পি-৭৯৪৫৪৭৭ ও পি-৭৯৪৪২৭৫-এ মানোয়ারা বেগম নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Manowara Begam ও Monowara Begam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সেখ মমতাজ বেগম (Sekh Mamtaj Begam) স্বামী (Sekh Nasir Uddin) সেখ নাসিরউদ্দিন গ্রাম+পোস্ট ও থানা জামালপুর জেলা—পূর্ব বর্ধমান। নোটারি পাবলিক পূর্ব বর্ধমানের নিকট ৭ নভেম্বর '১৯ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে আমার প্রকৃত নাম Sekh Mamtaj Begam যা আমার স্বামীর পাসপোর্ট নং পি-৭৯৪৫৪৭৭-এ Momtaj Begam নথিভুক্ত হয়েছে। Sekh Mamtaj Begam ও Momtaj Begam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

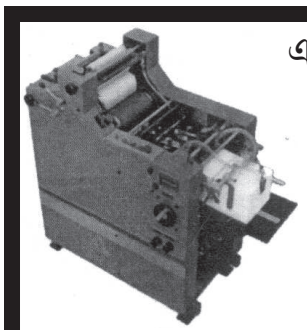

সাধনা প্রেস

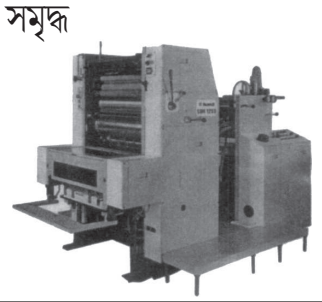

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা